যুগান্তর

তারিখ ... 11 FEB 2005

পৃষ্ঠা ...

কুড়িগ্রামে নাজিমখান স্কুল ও কলেজের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে লেখাপড়া

কুড়িগ্রাম থেকে

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নাজিমখান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রায় ১২শ' ছাত্রছাত্রীর পদভারে মুখরিত এ প্রতিষ্ঠানটি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা ক্লাস রুমের। একটি দ্বিতল ভবন থাকলেও তা জরাজীর্ণ অবস্থা। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে বেরিয়ে এসেছে রড। কোথাও কোথাও পুরো ছাদ ফুটো হওয়ায় বৃষ্টি আকাশ চুয়ে যায়। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই এখনও চলছে ক্লাস। এ ভবনের দ্বিতীয় তলায় এখনও রয়েছে বিজ্ঞানাগার এবং নিচতলায় অফিস রুম ও শিক্ষক মিলনায়তন। ভবনটি খসে পড়ে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে প্রকৌশল বিভাগ। তারপরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কার্যক্রম চলছে এ ভবনে। নাজিমখান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জয়নাল আবেদিন জানান, ১৯৬২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। আর ১৯৬৬ সালে স্থানীয় রাজমিস্ত্রি দিয়ে মাত্র ৮০ হাজার টাকায় এ দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করা হয়। কংক্রিটের পিলার ছাড়াই শুধু ইটের পর ইট গেঁথে এ ভবনটি নির্মাণ করা হয়। শিক্ষক মিলনায়তন, শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, কমনরুম, অফিস কক্ষসহ ৮টি কক্ষ। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় এক হাজার এবং কলেজে ২০০। শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৫৫ জন। স্কুল লেবেলে পাসের হার ৭০ শতাংশ এবং কলেজে ৪০ শতাংশ। গত এসএসসি পরীক্ষায়ও একজন ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী আজ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সচিবালয় থেকে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাও রয়েছেন এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এ সবই সোনালি অতীত। এ প্রতিষ্ঠানের দিকে কারোরই ফিরে তাকানোর হয়তো ফুরসত নেই। নেই সরকারেরও। অনেক আবেদন-নিবেদন করেও ভাঙনের মুখে পড়া এই দ্বিতল ভবনটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় হিসেবে তৎকালীন মহিলা এমপি শাহনাজ সর্দার বিষয়টি উত্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে ৪০ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও রহস্যজনক কারণে শেষ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি হয়নি। এরপর জেলায় একাধিক নতুন প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়। নাজিমখানবাসী জানেন না কি অপরাধে তারা বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছেন। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, এটা খুব দুঃখজনক- নাজিমখান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠিত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বঞ্চনার শিকার। ১৯৮৫ সাল থেকে দ্বিতল ভবনটির পলেস্তারা খসে পড়া শুরু হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দীর্ঘদিন থেকে আবেদন-নিবেদন করে এলেও অদৃশ্য কারণে কোন ফল আসছে না। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ক্লাস চলাকালীন ভবনটি খসে পড়লে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ অনেকের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগই দায়ী থাকবে। কেননা তাদের টাল-বাহানা, গড়িমসি এবং পক্ষপাতিত্বের কারণে দীর্ঘদিনেও একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়নি।